শুভ জন্মদিন

হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের ১১২ তম জন্মদিন পালন করল হকি স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন।

মাঠে - ময়দানে

অন্য ভূমিকায়

বিধায়ক দীপেন্দু বিশ্বাস সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন এটিকের জুনিয়র গোলরক্ষক রাহুল দাসের দিকে।

লিগ খেতাবই পাখির চোখ লাল-হলুদ কোচের

স্টাফ রিপোর্টার: গত সাত বছরের মতো এবারও ঘরোয়া লিগ খেতাবের দৌড়ে ইস্টবেঙ্গল। ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে আপাতত শীর্ষে রয়েছে লাল-হলুদ শিবির। দুই বিদেশি ফুটবলার মিচেল এবং উইলিস প্লাজার ছাড়া আগের ম্যাচে রেলওয়ে এফসি'র বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জয় ইস্টবেঙ্গল শিবিরে আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে। টানা পাঁচ ম্যাচে জয় পেয়ে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়লেও আত্মতুষ্টিতে ভুগতে রাজি নন লাল-হলুদ কোচ খালিদ জামিল। বরং তাঁর ভাবনায় বাকি ৪টি ম্যাচে জয় দিয়ে নিয়ে টানা আটবার লিগ খেতাব ঘরে তোলা। গত বছর আই লিগে আইজল এফসিকে চ্যাম্পিয়ন করার পর এবার কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করার লক্ষ্য খালিদের। রেলওয়ে এফসি ম্যাচের পর বেশ কিছুদিন ম্যাচ নেই ইস্টবেঙ্গলের। ৭ সেপ্টেম্বর ষষ্ঠ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব। রেলওয়ে এফসি ম্যাচের পর প্রায় ১০ দিন ম্যাচ না থাকায় খুশির হাওয়া লাল-হলুদ শিবিরে। রেলওয়ে এফসি ম্যাচে দুই বিদেশি মিচেল এবং প্লাজা না খেললেও পাঁচচক্রের বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর দুই ফুটবলার। স্বাভাবিকভাবেই খালিদ জামিল খুশি। রেলওয়ে এফসি ম্যাচে সিরিয়ার ফুটবলার আল আমনার পারফরম্যান্সেও খুশি লাল-হলুদ কোচ। জলকাদা মাঠে দলের সঙ্গে বেশ মানিয়ে নিয়েছেন সিরিয়ার মিডফিল্ডারটি। তবে আল আমনা ও মিচেলের পারফরম্যান্সে খুশি হলেও প্লাজার পারফরম্যান্সে এখনও খুশি হতে পারেননি খালিদ। তবু প্লাজার উপর অগাধ আস্থা ইস্টবেঙ্গল কোচের। এখন দেখার, বাকি চারটি ম্যাচে জয়ের ধারা বজায় রেখে ঘরোয়া লিগে টানা আটবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইস্টবেঙ্গল নতুন রেকর্ড গড়তে পারে কি না।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইংল্যান্ড ম্যাচে অর্ধশতরান করার পর সাই হোপ।

ফুটবলারদের ফিটনেস বাড়ানোর দিকে নজর শঙ্করলালের

স্টাফ রিপোর্টার: ঘরোয়া লিগে প্রথম চার ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়ে লিগ খেতাবের লড়াইয়ে ইস্টবেঙ্গলের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে মোহনবাগান। গত সাত বছর কলকাতা লিগ অধরা গজপাড়ের ক্লাবটির কাছে। তাই এবার যেনতেন প্রকারে খেতাব জয়ই লক্ষ্য বাগান কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তীর। প্রথম চারটি ম্যাচে মোহনবাগানের জয়ে বড় ভূমিকা ছিল দুই বিদেশি স্ট্রোমা এবং কামোরা। এবার বাগান সমর্থকদের লিগ খেতাব জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন স্ট্রোমা এবং কামো জুটি। প্রথম চারটি ম্যাচে একটি হ্যাটট্রিক সহ ৬টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন কামো। আগের ম্যাচে কাস্টমসের বিরুদ্ধে জয়ের পর মোহনবাগান ফের মাঠে নামবে ৩ সেপ্টেম্বর। প্রতিপক্ষ টালিগঞ্জ অগ্রগামী। বেশ কয়েকদিন ফুটবলাররা বিশ্রাম পাওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তি বাগান শিবির জুড়ে। তবে ফুটবলারদের ফিটনেস বাড়াতে তৎপর মোহনবাগান কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তী। মঙ্গলবার ফুটবলারদের নিয়ে মাঠে অনুশীলনে নামেননি বাগান কোচ। ফুটবলারদের ফিটনেস বাড়াতে ঢেতলা সুইমিং ক্লাবের জলে নেমে পড়লেন সবুজ-মেরুন কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তী। মাঠে অনুশীলন না করে জলে সাঁতার কেটে খুশি ফুটবলাররাও। সবুজ-মেরুন শিবিরের কোচ বলেন, ফুটবলারদের ক্লান্তি কাটানোর জন্যই সাঁতার কাটানো। সবচেয়ে বড় কথা এক ঘেঁয়ামি অনুশীলন ছেড়ে একটু অন্যরকম কসরত। গত সাত বছর অধরা মোহনবাগান লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য আমার। সত্যি কথা বলতে কি মোহনবাগান কোচকে খেতাব জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে দলের ফুটবলারদের পারফরম্যান্স। বিশেষ করে দুই বিদেশি স্ট্রোমা এবং কামো।

ম্যাচ জয়ের পথে অস্ট্রেলিয়া

মীরপুর, ২৯ আগস্ট: প্রথম ইনিংসে ২১৭ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় দিনে ম্যাচ নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও অর্ধশতরান করেন তামিম ইকবাল। সাকিবের ঘূর্ণিতে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের ২৬০ রানের জবাবে মাত্র ২১৭ রানেই অলআউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে বাংলাদেশ। তামিম ইকবাল (৭৮) ও মুস্তাফিকুর রহিম (৪১) ছাড়া কেউই দাঁড়াতে পারেনি অস্ট্রেলিয়ান বোলিংয়ের সামনে। নাথান লিয়ঁ একাই ৬টি উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের কোমর ভেঙে দেয়। দিনের শেষে ডেভিড ওয়ার্নার (৭৫) ও স্টিভ স্মিথ (২৫) অপরাজিত রয়েছেন। ২টি উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া ১০৯ রান তুলতে সক্ষম হয়েছে। খেলার এখনও দু'দিন বাকি। হাতে ৮ উইকেট বাকি অস্ট্রেলিয়ার। এখন দেখার, চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়া বাকি ১৫৬ রান করতে পারে কি না।

মরশুমের প্রথম ডার্বি ২৪ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে

স্টাফ রিপোর্টার: ২৪ সেপ্টেম্বর ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ শিলিগুড়িতে। গত বছর আই লিগে দুই প্রধানের দু'পর্বের ম্যাচ হয়েছিল শিলিগুড়িতে। তাই এবার ঘরোয়া লিগের মহা ডার্বি ম্যাচটি শিলিগুড়িতে করার সিদ্ধান্ত নেন আইএফএ কর্তারা। দুটো মিনি ডার্বি মোহনবাগান-মহমেডান ১০ সেপ্টেম্বর। এই ম্যাচটি হবে কল্যাণীতে। ১৬ সেপ্টেম্বর কল্যাণীতে ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান ম্যাচটি। ক্রীড়া পরিষদের কর্তাদের সঙ্গে শিলিগুড়িতে ম্যাচ করার ব্যাপারে শিলিগুড়ি মহকুমা কথা বলেছেন। ঘরোয়া লিগের মহা ডার্বির দিন অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর বাকি চারটি ম্যাচও রয়েছে।

ডার্বি ম্যাচের দিন খেলা রয়েছে মহমেডান-রেনেবা এফসি ম্যাচ এবং টালিগঞ্জ অগ্রগামী-পাঠচক্র ম্যাচ। একই সময় খেলা করতে হতে পারে চ্যাম্পিয়নশিপ এবং রেলিগেশনের স্বার্থে। তাই ম্যাচ দুটির স্থান এবং সময় বলা হয়নি। মহমেডান চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে না থাকলে তাদের ম্যাচ এগিয়ে আনার কথা ভাবা হবে।

বাইচুংয়ের পর সিকিমে ক্লাব নির্মলের

স্টাফ রিপোর্টার: বাইচুং ভুটিয়ার পর এবার সিকিমে ক্লাব খুললেন নির্মল ছেত্রী। কলকাতার দুই প্রধানে খেলা প্রাক্তন ভারতীয় দলে ডিফেন্ডারের ক্লাবের নাম এফসি মালি। নির্মল নিজের এলাকা মালি'র নামেই এই টিম খুললেন। ইতিমধ্যে টিমের লোগোর উদ্বোধন হয়েছে। সিকিমের গর্ব বাইচুং ভুটিয়া ৬ বছর আগে ইউনাইটেড সিকিম ফুটবল ক্লাব চালু করেছিলেন। যারা আই লিগেও খেলেছিল। তিন বছর পর মুখ থুবড়ে পড়ে স্পনসরের অভাবে। নির্মল এখন অবসর নেননি। এবার আইএসএলে তিনি নর্থ ইস্টের হয়ে খেলবেন। নির্মল বলেন, আমি বাইচুং ভুটিয়ার মতো বিরাট কিছু ভাবছি না। আমার এলাকায় অনেক আগে একটা কোচিং ক্যাম্প করেছিলাম। এখন সেটাকে ক্লাবে পরিণত করলাম। সিকিম ফুটবল সংস্থায় ক্লাবের নাম নথিভুক্ত করেছি। লক্ষ্য এলাকার ছেলেদের অন্তত সিকিম ফুটবলে দাঁড় করানো। সেটা করতে পারলে পরে আরও বড় করে ভাবার চেষ্টা করব।

এবার ১০ নম্বর জার্সি গায়ে খেলবেন নর্ডি

স্টাফ রিপোর্টার: গত চার বছর মোহনবাগানের ১০ নম্বর জার্সি গায়ে খেলেছিলেন জাপানি ফুটবলার কাটসুমি। এই দশ নম্বর জার্সি গায়ে সবুজ-মেরুন শিবিরে ঝলমল করেছিলেন জোস র‍্যামিরেজ ব্যারেটো। জাপানি মিডফিল্ডার থাকতে ১০ নম্বর জার্সি পরার সুযোগ পাননি সনি নর্ডি। তিনি গত তিন মরশুম ১৬ নম্বর জার্সি পরে খেলেছেন। তাই এবার মোহনবাগানের সঙ্গে চুক্তি করে প্রিয় দশ নম্বর জার্সি তাকে পরতে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন হাইতিয়ান ফুটবলারটি। মোহনবাগান কর্তারা তাঁর ইচ্ছাকে সম্মান দিয়ে তা মেনে নিয়েছেন। চলতি মরশুমে সনি নর্ডি খেলবেন ১০ নম্বর জার্সি গায়ে। মোহনবাগানের সঙ্গে চুক্তি ১ অক্টোবর থেকে। দেশি-বিদেশি নামি ফুটবলাররা যখন আইএসএলের দল বেছেছেন। তখন লোভনীয় প্রস্তাব ছেড়ে আই লিগে মোহনবাগানের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে নর্ডি বুঝিয়েছেন, অর্থের থেকেও আত্মিক সম্পর্ক অনেক বড়। মোহনবাগানের কোচ, কর্তা, সদস্য-সমর্থকদের ভালবাসার টানের কাছে হেরে গেছে আইএসএলের ক্লাব। মোহনবাগানের অর্থ সচিব দেবাশিষ দত্ত বলেন, সনি নর্ডি একটা বড় দৃষ্টান্ত রাখল। ওর কাছে আই লিগে মোহনবাগান ক্লাবে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লোভনীয় প্রস্তাব সরিয়ে রেখে।এটা আমাদের কাছে একটা বড় জয়।

যুব বিশ্বকাপে মহিলা রেফারি

স্টাফ রিপোর্টার: যুব বিশ্বকাপে ৭ জন মহিলা সহকারি রেফারি থাকছেন। ফিফার পক্ষ থেকে রেফারিদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ৬ অক্টোবর বিশ্বকাপ শুরু হবে। ৬টি মহাদেশ থেকে বাছাই করা রেফারিদের নেওয়া হয়েছে। ফিফা এই প্রথম বিশ্বকাপের মতো আসরে মহিলা রেফারিদের নিয়োগ করল। পুরুষ রেফারিদের সঙ্গে একযোগে কাজ করবেন তারা। ভারতের যুব বিশ্বকাপেরই তার পরীক্ষা। কিন্তু ভারতের কোনও রেফারিকে নেওয়া হয়নি, রেফারি অধরা সহকারি রেফারির দায়িত্বে। পাঁচ জন ম্যাচ কমিশনারের মধ্যে ভারতের গৌতম কর রয়েছেন। সেক্ষেত্রে বলা চলে, বিশ্বকাপে ভারতের প্রথম কোনও প্রাক্তন রেফারি ম্যাচ কমিশনার হলেন। যুব বিশ্বকাপে সাতজন মহিলা রেফারির মধ্যে সফলদের পরের বছর বিশ্বকাপেও নিয়োগ করা হতে পারে। এমন ইঙ্গিত দিয়েছে ফিফা। সাতজনের মধ্যে এশিয়ার একজন মেয়ে সহকারি রেফারি সুযোগ পেয়েছেন। তিনি হলেন উত্তর কোরিয়ার ওকে রি হায়ং।

বিশ্বকাপে না খেলা বিশ্বের পাঁচ ক্রিকেটার

স্টাফ রিপোর্টার: বিশ্বকাপ... যে কোনও খেলোয়াড়ের কাছে এক সাধনা, স্বপ্ন। তা তিনি ফুটবলার হোন কিংবা ক্রিকেটার। সেই স্বপ্ন পূরণও হয় অনেকের। আবার অনেকের সাধ থাকলেও তা পূর্ণ হয় না। এদের মধ্যে কেউ কেউ চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য হওয়ার গৌরব গায়ে মাখেন। আবার কেউ কেউ নিজেদের দেশের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার হিসাবে বিবেচিত হওয়ার পরও বিশ্বকাপে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাননি। অথচ এই ক্রিকেটারদের মধ্যে কারও কারও দেশ বিশ্বকাপ জিতেছে একাধিকবার। এমনই কয়েকজন ক্রিকেটার হলেন ভারতের ভিভিএস লক্ষ্মণ, অস্ট্রেলিয়ার জাস্টিন ল্যাঙ্গার, নিউজিল্যান্ডের ক্রিস মার্টিন এবং ইংল্যান্ডের ম্যাথু হগার্ড ও অ্যালেস্টার কুক।

জাস্টিন ল্যাঙ্গার-

যে কোনও বিচারেই অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ওপেনার জাস্টিন ল্যাঙ্গার। দেশের হয়ে ১০৫টি টেস্ট খেলেছেন এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান। ১৯ বছ রে ব. ব. কেরিয়ারে করেছেন ৭ হাজার ৬৯৬ রান। তাঁর গড় ছিল ৪৫.২৭। সেঞ্চুরি করেছেন ২৩টি। এমন দুর্দান্ত একজন ব্যাটসম্যানের কেরিয়ারেই অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপ জিতেছে তিনবার। অথচ ল্যাঙ্গার কখনই এই গৌরবের অংশ হতে পারেননি। বিশ্বকাপ দলে সুযোগই যে পাননি কোনও দিন। ল্যাঙ্গারের একদিনের বিশ্বকাপ না খেলার সবচেয়ে বড় কারণ একটাই। তিনি কেরিয়ারের ৫০ ওভারের ম্যাচই খেলেছেন মাত্র ৮টি। শেষবার একদিনের ম্যাচ খেলেছেন ১৯৯৭ সালে, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে, শারজা কাপে।

ম্যাথু হগার্ড-

টেস্টে ম্যাথু হগার্ডের যোগ্যতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। ইংল্যান্ডের হয়ে সর্বকালের সেরা ১০ উইকেট শিকারির তালিকায় রয়েছেন এই ফাস্ট বোলার। ৬৭টি টেস্টে ২৪৮ উইকেট সংগ্রহ করেছেন তিনি। ২০০৫ সালে রিকি পন্টিংয়ের সর্বজয়ী অস্ট্রেলিয় দলের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের অ্যাশেজ জয়ে নায়ক ভূমিকা রেখেছিলেন হগার্ড। তবে টেস্টে সফল এই বোলার কেন যেন ৫০ ওভারের ক্রিকেটে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি কখনওই। একদিনের ম্যাচ খেলেছেন মাত্র২৬টি, উইকেট পেয়েছেন ৩২টি। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একটি ৫ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্বও রয়েছে তাঁর। বিশ্বকাপ না খেলেই ২০০৬ সালে শেষ হয়ে যায় তাঁর কেরিয়ার। ২০০৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে ইংলিশ স্কোয়াডে থাকলেও ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়নি তাঁর।

অ্যালেস্টার কুক-

তালিকায় রয়েছেন ইংল্যান্ডের আরও এক ক্রিকেটার। বিশ্বকাপ না খেলা বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা ওপেনার অ্যালেস্টার কুক। কিছুদিন আগেই ইংলিশ ইতিহাসের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসাবে টেস্টে ১০ হাজার রানের মাইলফলক অতিক্রম করেছেন। দেশের হয়ে ১৪১টি টেস্ট খেললেও ইংল্যান্ডের একদিনের দলে সুযোগ নেই তাঁর। কুককেও হয়তো ভিভিএস লক্ষ্মণের কিংবা জাস্টিন ল্যাঙ্গারের মতো বিশ্বকাপ না খেলতে পারার অপেক্ষা নিয়ে বিদায় নিতে হবে ক্রিকেট থেকে।

ক্রিস মার্টিন-

ক্রিস মার্টিনের টেস্টের সংখ্যা ৭১। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন ২৩৩টি উইকেট নিয়ে। নিউ জিল্যান্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে উইকেট শিকারে সার রিচার্ড হ্যাডলি আর ড্যানিয়াল ভেট্টোরির পরেই তাঁর স্থান। তবে একদিনের কেরিয়ারটা কেন যেন কিছুতেই বাগে আনতে পারেননি তিনি। ১৮টি ম্যাচে মাত্র ২০টি উইকেট নিয়ে নির্বাচকদের চোখের বালি হয়ে ওঠেন। ২০০৭ সালে নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ড্যারেল টাফির চোটের কারণে জায়গা পেলেও কোনও ম্যাচ খেলা হয়নি তাঁর।

ভিভিএস লক্ষ্মণ-

শচীন তেন্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড় এবং ভিভিএস লক্ষ্মণ ভারতের সেরা ব্যাটিং লাইন আপ ছিল একসময়। এক নিঃশ্বাসে ই উচ্চারিত হয় এই চার ক্রিকেটারের নাম। ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান হওয়ার পরও লক্ষ্মণের ক্রিকেট কেরিয়ার শেষ হয়েছে বিশ্বকাপ না খেলেই। অথচ কি দুর্দান্ত তাঁর কেরিয়ার রেকর্ড। দেশের হয়ে খেলেছেন ১৩৪টি টেস্ট। ৪৫.৯৭ গড়ে করেছেন ৮ হাজার ৭৭১ রান। ২০০১ সালে ইডেনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই ২৮১ রানের মহাকাব্যিক ইনিংসেই তাকে অমর করে রাখবে ক্রিকেট ইতিহাসে। টেস্টের তুলনায় একদিনের রেকর্ডটা মোটেও ভাল নয়। ৮৬টি একদিনের ম্যাচে করেন মাত্র ২ হাজার ৩৩৮ রান। ২০০৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে সুযোগ হতে গিয়েও হয়নি লক্ষ্মণের। লক্ষ্মণ দলে সুযোগ পাচ্ছেন এমন খবর চাউর হয়ে যাওয়ার পরেও সেষ মুহূর্তে তাঁর জায়গায় নেওয়া হয় দিনেশ মোঙ্গিয়াকে।

২০১৮ সালের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে নামার আগে প্র্যাকটিসে মেস্ত্রিকান ফুটবলাররা।

নতুন ফুটবলার তুলে আনার লক্ষ্য নিয়ে লড়াই করছেন ফুটবলার কার্তিক শেঠ

স্টাফ রিপোর্টার: কার্তিক শেঠ, কলকাতা ময়দানে নামটি বেশ পরিচিত। কারণ তারকাদের মাঝে হারিয়ে না গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাবে খেলে জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। সবচেয়ে বড় কথা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত প্রথম আইএফএ শিল্ড ফাইনালে তাঁর করা গোলেই মোহনবাগানকে হারিয়ে জয় পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। যুবভারতীর প্রথম ডার্বি ম্যাচের নায়ক তাই কার্তিক শেঠ। সাতের দশকের শেষদিকে ময়দানে আবির্ভাব কার্তিক শেঠের। তবে প্রথম ডিভিশনের ক্লাবে নয়। পাড়ার এক দাদার হাতে হাত তাঁর আত্মপ্রকাশ দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব রবার্ট হাডসনে। ময়দানে প্রথম আবির্ভাবেই রবার্ট হার্ডসনের জার্সি গায়ে নজর কাড়েন বরাহনগরের তরুণ ফুটবলারটি। স্বাভাবিকভাবেই বাংলার জুনিয়র দলের শিবিরে ডাক পড়ে কার্তিকের। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন শিবিরে ডাকা হয়েছে বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, মতি সিং-এর মতো প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলারদের। শুধু তাই নয় রয়েছেন খিদিরপুর, এরিয়ান ক্লাবের ফুটবলাররাও। শিবিরের অনুশীলনে ভাল পারফরম্যান্স করলেও তাকে বাদ দেওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন নির্বাচকরা। শেষ মুহূর্তে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন প্রয়াত কর্তা অশোক ঘোষ। মূলত অশো ঘোষের জন্যই সেবার বাংলার জুনিয়র দলে সুযোগ পেয়েছিলেন কার্তিক। আজও সেটা ভুলতে পারেননি তিনি। বছর চারেক ময়দানে দাপিয়ে ফুটবল খেলার পর ৮১'র মরশুমে মহমেডান ক্লাবে খেলার ডাক পান তিনি। সাদা-কালো কর্তাদের শর্ত দিয়েছিলেন টাকা-পয়সা নয়, নিয়মিত খেলার সুযোগ দিতে হবে। প্রথমে কর্তারা রাজি হলেও শেষপর্যন্ত কর্তারা সই করিয়েছিলেন মানস ভট্টাচার্য, বিদেশ বসু, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একঝাঁক তারকা ফুটবলারকে। নামি তারকারা সই করায় প্রথমে হতাশ হলেও শেষ পর্যন্ত মনের জোরে দুরন্ত পারফর্ম করে সাদা-কালো জার্সি গায়ে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। সবচেয়ে বড় কথা সেবার দলকে লিগ চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন বরাহনগরের ফুটবলারটি। তবে মহমেডান কর্তারা কথার খেলাপ করায় দু'মরশুম বাদে সাদা-কালো জার্সির মায়া ত্যাগ করে নাম লেখালেন ইস্টবেঙ্গলে। লাল-হলুদ জার্সি প্রথম ম্যাচ থেকেই নজর কাড়েন তিনি। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে সুনামের সঙ্গে খেললেও মহমেডান কর্তাদের ব্যবহারে আজও ভুলতে পারেননি ফুটবলার হিসাবে সরে দাঁড়ালেও ভুলতে পারেননি সাদা-কালো আঁকিবুঁকি চামড়ার বলটি। তাই এখন নতুন ফুটবলার তুলে আনার লক্ষ্যে খুঁদে ফুটবলারদের কোচিং করানোর পাশাপাশি ভেটারেন্স ক্লাবের সচিবের পদে।

আইএফশিল্ডের ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে জয়সূচক গোলটি এখনও তাকে মনে করায়। প্রয়াত বন্ধু সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়লে এখনও মনে পড়ে সেদিনের জয়সূচক গোলটির সেন্টারটি করেছিলেন মিডফিল্ডার সুদীপ। বড় ক্লাবে খেললেও জোটেনি কোনও সরকারি সম্মান। বছর খানেক আগে অবশ্য নতুন সরকার তাঁর হাতে বাংলার গৌরব সম্মান পুরস্কার তুলে দেয়। তবু কোনও ক্ষোভ কিংবা অভিমান নেই তাঁর। বরং কি এমন খেলেছি মনোভাব কার্তিকের। ফুটবল খেলে যেটুকু সম্মান পেয়েছেন তা নিয়েই খুশি তিনি। ময়দানের সুবজ গালিচা থেকে ফুটবলার হিসেবে সরে দাঁড়ালেও ভুলতে পারেননি সাদা-কালো আঁকিবুঁকি চামড়ার বলটি। তাই এখন নতুন ফুটবলার তুলে আনার লক্ষ্যে খুঁদে ফুটবলারদের কোচিং করানোর পাশাপাশি ভেটারেন্স ক্লাবের সচিবের পদে।

প্রকাশক : পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস লাহা